OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 303 - 313
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-এ শৃঙ্গার রস : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

অনিন্দিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: aninditasaha723@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Sringar rasa, Prem, Biraha sambhog, Vipralambha, Milan, Premika sotta, Manosik, Nari, kavi, kavya.

Abstract

Madhusudan Dutta’s ‘Virangana kavya’ (1862) occupies a significant position in nineteenth-century Bengali literature for its innovative synthesis of classical Indian mythology, epic tradition, and modern psychological consciousness. Composed in the form of letters written by legendary heroines to their beloveds, the work provides a distictive literary space for the expression of love, longing, separation, desire, jealousy, wounded pride, and emotional conflict. Among the various aesthetic dimensions of the work, sringara rasa occupies a central and significant position. This article aims to critically examine the representation, development, and artistic application of sringara rasa in ‘Virangana’ kavya.

The study includes almost every eleven letters from this book but the main focuses particularly on selected letters such as ‘Dushmanter prati Shakuntala’, ‘Somer prati Tara’, ‘Lakshmaner prati Suparnakha’, ‘Krishner prati Rukmani’, ‘Pururbar prati Urvashi’, ‘Arjuner prati Shubhadra’ etc. which are elaborately highlights the loving relationships among the couples. Through this mythological and epic characters, Mdhusudan presents diverse emotional manifestations of love. Tara’s letter to Soma reveals the complexities of emotional attachment and desire, while Sakuntala’s address to Dusyanta evokes the tenderness of remembered love, separation, expectation, and frustrated longing. Rummani’s expression of love towards Krishna reflects passionate longing and anticipation of union. Similarly, Urvashi’s relationship with Pururba foregrounds desire, attachment, separation, and emotional conflict. Draupadi’s address to Arjuna introduce love, intensity within an epic framework.

The paper examines the two principal froms of sringara – Sambhoga sringara and Vipralambha sringara - with particular attention to the latter. Feelings pf viraha, mana, abhimana, jealousy, remembrance, expectation, and unfulfilled desire become important elements in the emotional construction of

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

the heroines. Love in 'Virangana Kavya' is therefore not merely physical attraction; it becomes a comolex psychological and aesthetic experience.

Another important objective of this study is to explore female subjectivity in Madhusudan's poetry. By allowing mythological women to speak in their own voices, the poet gives them emotional agency and psychological depth. The epistolary form enables the heroines to articulate their desires, grievances, anxieties, and personal perspectives.

The study further examines the relationship between Sanskrit rasa theory and Madhusudan's modern literary consciousness. His treatment of sringara demonstrates a creative interaction between classical aesthetics, Bengali literary tradition, and modern psychological representation. Thus, 'Virangana Kavya' emerges as a traditional heroine, in which love becomes a powerful medium of emotional expression, psychological exploration, and artistic innovation.

Discussion

মধুসূদন দত্তের একটি অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটি যদিও পাশ্চাত্য আঙ্গিকে লেখা পত্রকাব্য, কিন্তু এর বিষয়বস্তু পৌরাণিক। তবে কবি কাব্যের বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে সংগ্রহ করলেও তাঁর রচনা কৌশলের মাধ্যমে নারীর পৌরাণিক প্রচলিত আদর্শে আবৃত একমাত্রিক চরিত্র না দেখিয়ে সেখানে নারীর প্রেমিকা হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তাকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাই শৃঙ্গার রসের আলোচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এক অন্যতম প্রধান কাব্য বললে অত্যুক্তি হবে না। সেখানে কবি সর্বমোট এগারোটি পত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেছেন। তাই এই কাব্যে আমরা নারীর প্রেমিকা সত্তা তথা শৃঙ্গার রসের কমবেশি যথার্থ ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকি। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীর যখন নিজের অধিকার এবং সম্মান লাভার্থে বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই প্রেক্ষাপটে এই 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করা হয়েছিল, যেখানে নারী স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর অধিকারের জন্য দাবী রাখতে জানেন। মধুসূদন পাশ্চাত্য কবি ওভিদের 'Heroides' - এর আদলে এই পত্রকাব্য রচনা করলেও সেখানে ভারতীয় নারীর মাধুর্য কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয়নি উপরন্তু পৌরাণিক নারী সেখানে প্রেমিকা সত্ত্বায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কাব্যের প্রথম সর্গে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'-র পত্র কবি তুলে ধরেছেন। পত্রটি যদিও নিজের কথা স্মরণ করিয়ে স্বামী দুষ্মন্তকে লেখা শকুন্তলার পত্র। কিন্তু এর গভীরে লুকায়িত রয়েছে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার গভীর প্রেম ও তৎজনিত বিরহ বেদনা। নায়িকা কাব্যের শুরুতেই বলছেন –

"বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভিলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?"[১]

যে স্বামীর প্রতি শকুন্তলা অনুরক্তা, আজ সেই ব্যক্তিই স্বদেশে গিয়ে স্ত্রীকে ভুলে রয়েছেন। এদিকে স্বামী বিরহিণী শকুন্তলা প্রেম বিরহে কাতর। তাই কপোত কপোতীর প্রেমেলাপ শকুন্তলার বিরহজ্বালা বর্ধিত করছে। এখানে উল্লেখ্য যে ভারতীয় রসশাস্ত্রে আলংকারিকেরা শৃঙ্গার রস তথা প্রেমের এই বিরহ ও মিলনের প্রসঙ্গে বলেছেন –

"বিপ্রলম্ভোহথ সংভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ।"[২]

অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ ভেদে শৃঙ্গার রস দ্বিধা বিভক্ত আর নায়ক নায়িকার সম্ভোগ পরিপুষ্টি লাভ করে বিপ্রলম্ভের মাধ্যমে। তাই ভারতীয় আলংকারিকেরা বিপ্রলম্ভ তথা বিচ্ছেদ সম্পর্কে বলেছেন –

"যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোহসৌ।।
অভীষ্টং নায়কং নায়িকাং বা।"[৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ নায়ক নায়িকা যেখানে একে অপরের অভিষ্ট স্বরূপ এবং একে অপরকে লাভ করতে অসমর্থ, সেখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ঘটে থাকে। তাই আলোচ্য পত্রে মধুসূদন দেখিয়েছেন যে কুঞ্জবনে একদিন যে শকুন্তলা প্রাণপ্রিয় স্বামীকে বরণ করে প্রেমে শৃঙ্গার ভোগ করে কালাতিপাত করছিলেন সে কুঞ্জবন দর্শনে আজ বিরহীনির বিরহজ্বালা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে —

"-রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস আজি হেথা পরিমল সুধা?'
কহি পিকে, - 'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?"[৪]

শকুন্তলার দুঃখে 'কাঁদিছেন বনদেবী'। শকুন্তলা নিত্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে দুষ্মন্তের আগমনের প্রতীক্ষা করেন কিন্তু প্রিয়তমের দেখা মেলে না। কবি মধুসূদন এখানে পৌরাণিক বিষয়ের আধুনিক উপস্থাপনা দেখালেও তার এই আলোচ্য পত্রে শকুন্তলার মধ্যে প্রবাসযাত বিপ্রলম্ভের প্রকাশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যদিও দুষ্মন্ত রাজকার্যে নিজের রাজ্যে ফিরে গেছেন কিন্তু শকুন্তলা এখানে তাঁর প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করছিলেন, তাই এখানে নায়িকার এই বিরহ বেদনাকে প্রবাস জনিত বিপ্রলম্ভেরই অন্তর্গত করতে হবে। সেজন্য কাব্যে তিনি ক্ষোভ ভরে তাঁর প্রিয়তম দুষ্মন্তকে পত্র লিখেছেন। তাই শকুন্তলার মনে হচ্ছে —

"কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভে তালি এ মুখ নিরখি, -
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"[৫]

স্বামী বিরহে স্বাধ্বী নারীর কণ্ঠে উক্ত পঙক্তিগুলি গভীর আর্তনাদের প্রকাশ মাত্র। সেই কারণেই স্বামীর খোঁজে শকুন্তলা একাকিনী ঘুরে বেড়ান। তাই এই পত্রের শেষে শকুন্তলার প্রেমাভিমান ফেটে পড়ছে —

"চির অভাগিনী আমি! জনক জননী
ত্যাজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ-পরের পালনে!
এনব যৌবনে এবে ত্যাজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি? কোন দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?"[৬]

সমালোচকের মতে –

> "কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলার পত্র মিলনের পর আশা-খিন্না নারীর পত্র। উহাতে প্রথম যৌবনের আবেগ-চাঞ্চল্যের পরিবর্তে একটি বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপ উচ্ছসিত হইয়াছে। এই পত্রিকায় শকুন্তলার বিরহিণী রূপটি, - তাঁহার উৎকণ্ঠা, তাঁহার অনুযোগ, তাঁহার করুণ মূর্তিটি কবিত্বমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।"[৭]

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর দ্বিতীয় সর্গ তথা দ্বিতীয় পত্রটি হল সোমের প্রতি তারার লেখা চিঠি। দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে সোম যখন শিক্ষা গ্রহণ করতে আগের তখন গুরুপত্নী তারা সোমে অর্থাৎ চন্দ্রের আসমান্য সৌন্দর্য ও পৌরুষ দর্শন করে রূপমুগ্ধা হন। তিনি সোমের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে নিজের গুরুপত্নীর মর্যাদা থেকে চ্যুত হয়েছেন। এবং সোম যখন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিদ্যাশিক্ষা লাভ সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদায়কালে তারা নিজের প্রেমকে আর লুকায়িত রাখতে পারেন না। প্রেমের প্রকাশ ঘটে যায় -

"কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশু নিধি,
তোমারে অভাগী তার? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরষরত্ন; কিন্তু ভাগ্য দোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!"[৮]

সমালোচক বলেছেন –

> "পত্রগুলির বিষয় নারীর প্রেম। প্রেমকে এ কাব্যে নারী জীবনের সর্বস্ব করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং প্রেম যে নারীকে দুর্জয় শক্তির অধিকারিনী করে, তাহাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। মহা ঋষিকুলের তারা প্রেমের জন্য সতীত্ব, ধর্ম, লজ্জা, ভয় বিসর্জন দিয়াছেন।"[৯]

সত্যিই তো তারা সোমের প্রণয়াসক্ত হয়ে সর্বস্ব তিলাঞ্জলী দিয়েছেন বলেই তিনি আজ প্রেমের প্রকাশ করতে সমর্থা। তিনি নিজের স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে পিছুপা হননি। কারণ প্রেমের শক্তি এতই প্রবল—

"এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,-ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!"[১০]

তারা যখন একে একে পত্রে সোমের প্রতি তাঁর হৃদয়ের রতি ভাব এবং তজ্জনিত ব্যহ্যিক বাবহারের কথা স্মরণপূর্বক পত্রে বর্ণনা করছেন—

"গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে।
সুধা নিধি, যুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মানঃভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ – চলে মনে নমিতাম আমি!"[১১]

আবার তিনি নিজেই সোমের কাছে প্রেমের ভিক্ষা চাইছেন, নিজের প্রেমাধিকার কামনা করছেন—

"তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে,
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা, দেহ ভিক্ষা তারে!
দেহ ভিক্ষা- ছায়ারূপে থাকি তবসাথে
দিবা নিশি! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল নাথ-"[১২]

এখানে তারার প্রেমে থাকা মিলনোৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজের প্রিয়তমকে সর্বদা কাছে পেতে চান। কিন্তু সোমের প্রতি তারার এই রতিভাব তাঁকে শুধুমাত্র কলঙ্ক প্রদান করেছে। তাইতো তারার কলঙ্কে 'কলঙ্কী শশাঙ্ক'। তারা এখানে বলছেন—

"কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে।
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুল মানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিনী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যতই কলঙ্ক হোক তবুও প্রেম দুর্দমনীয়। সেই কারণেই কুলমর্যাদার বিনিময়ে হলেও তারার সোমকেই কাম্য। এখানেই নারী প্রেমের গভীরতা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ নারীর প্রেম সকল বাধাকে অতিক্রম করতেও ভয় করে না। এখানেই মধুসূদনের কাব্যের নারীর শৃঙ্গার ভাবনার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

সেই একই প্রেমিকা নারীর সাহসী রূপ আমরা দেখতে পাই কাব্যের তৃতীয় সর্গ'দ্বার কানাথের প্রতি রুক্মিনী'র লেখা পত্রে। পৌরানিক ইতিবৃত্ত অনুযায়ী রুক্মিনী হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। তাই তিনি বাল্যকাল থেকেই দ্বারকানাথ কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু রুক্মিনীর যৌবনকাল উপস্থিত হলে তাঁকে বিবাহযোগ্যা দেখে তাঁর ভাই রুক্মি রাজা শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু রুক্মিনী তখন দ্বারকানাথকে গোপনে নিজের অন্তরের অনুরাগের কথা জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে হরণ করার জন্য পত্র করার জন্য লেখেন—

"নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অবাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে,
দেবে সাক্ষী করি করি দেব নরোত্তমে
বরভাবে!"[১৪]

রুক্মিনীর বর্ণনা থেকে এখানে বোঝা যাচ্ছে তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করে ছিলেন এবং তাঁর কৃষ্ণের প্রতি স্বপ্ন দর্শনজাত পূর্বরাগ জনিত প্রেম জাগরিত হয়েছিল। আলংকারিকেরা বলেছেন –

"সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎস্বপ্নাদৌ চ দরশং।"[১৫]

অর্থাৎ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন অথবা চিত্রপটে দর্শনপূর্বক তথা স্বপ্নে দর্শন করার পর রাধিকার হৃদয়ে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়, এবং এই একই কথা রুক্মিণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই সেই স্বপ্ন দর্শন জনিত রতি ভাবকে অবলম্বন করেই তিনি মনে প্রাণে অন্তর থেকে কৃষ্ণকেই নিজের স্বামী সর্বশ্ব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেকে অর্পন করেছিলেন। তাছাড়া রক্মিনী শ্রীকৃষ্ণের কথা এবং গুণকীর্তন পূর্বেই শ্রবণ করেছিলেন তাই তাঁর এই পূর্বরাগ শ্রবণজাতও বটে। তাই আজ যখন ভ্রাতা রুক্মি শিশুপালের জন্য বিবাহ প্রস্তাব দিলেন তখন স্বাধ্বী নারী রুক্মিনী কীভাবেই বা সেই সম্পর্ককে সমর্থন করবেন! তা কোন ভাবেই সম্ভব নয়—

"কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি!
কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে রুক্মিনী?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী। হায়, এক জনে
কায় মনঃ; অন্য জনে – ক্ষম, গুণনিধি!"[১৬]

এখানে রুক্মিনীর প্রেমের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। তিনি যেহেতু অন্তর থেকে দ্বারকানাথকে সর্বশ্ব বলে মেনে নিয়েছেন তাই তিনি কৃষ্ণকে বলছেন যে তিনি যেন রুক্মিনীকে হরণ করে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রেমধর্ম ও সতীত্বের রক্ষা করেন—

"আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে। শুনিয়াছে দাসী,"[১৭]

সমালোচকের মতে –

> "হৃদয়ে যে অনুরাগ উদিত হইলে ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতাকে প্রাণেশ্বর রূপে আরাধনা করিবার জন্য বাকুল হয়, রুক্মিণীর প্রেমের মূলে সেই ভাব বর্তমান।"[১৮]

তাছাড়া রুক্মিমী সমগ্র সর্গে যেভাবে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা করে বিলাপ করেছেন তাঁর এই ভাবের ভিত্তিতে তিনি বৃন্দাবনের রাধিকায় পরিণত হয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। রুক্মিণীর বিরহ বিলাপ যেন রাধিকারই অর্ন্তদাহ।

কাব্যের চতুর্থ সর্গে 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী'-র পত্রে দাম্পত্য প্রেমের চাইতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকারই প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ 'লক্ষ্মনের প্রতি শূর্পণখা'র পত্রে শৃঙ্গার রসের এক গভীর নির্যাস পাঠক মাত্রই উফলব্ধি করতে পারবেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে থাকার সময় পঞ্চবটীবনে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী শূর্পনখা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রামানুজ লক্ষনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রণয় কামনা করেন। ভারতীয় আলংকারিকগণের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শূর্পণখার হৃদয়ে জাগরিত লক্ষ্মণের প্রতি প্রেম রূপজ মোহজাত হলেও তাকে পূর্বরাগই বলতে হবে। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে মধুসূদন বাল্মিকী রামায়ণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করলেও নিজের কবিত্ব গুণে শূর্পণখাকে সম্পূর্ণ সুন্দরী যৌবন সম্পন্ন সম্ভোগ প্রিয় রমনী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বাল্মিকী রামায়ণে শূর্পণখা খল চরিত্রের দুষ্টা নারী হলেও মধুসূদনের আধুনিক কাব্য রচনার প্রকরণ অনুযায়ী শূর্পণখা আলোচ্য কাব্য তথা এই পত্রের প্রধান নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন, যেখানে নারীর হৃদয়ের প্রেমের আর্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই লক্ষ্মনের বনচারী রূপ দেখে মধুসূদনের শূর্পণখা মনে কষ্ট পেয়েছেন এবং বলছেন—

"হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি-
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?"[১৯]

নারীর প্রেম তাঁর প্রিয়তমকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর দেখতে চায়। তাই লক্ষ্মনের বনবাসী রূপ দর্শন মাত্র শূর্পণখার অন্তরে বেদনা জাগরিত হয়েছে। তাই তিনি তাঁর প্রেমস্পদ পুরুষকে সমগ্র ধনৈশ্বর্য দিয়ে সুখী করতে চেয়েছেন। কিন্তু এরপর শূর্পণখা নিজেই বুঝতে পেরেছেন যে ধনলোভে ভুলবার ব্যক্তি লক্ষ্মণ নন। তাই পরক্ষণেই তিনি বলছেন—

"কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস গুণনিধি,
দেখ আসি, - এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জে আসি রাজ – ভোগ দাসীর আলয়ে,"[২০]

শূর্পণখা লক্ষ্মণকে রাজসুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায় যাতে করে তিনিও লক্ষ্মণের সঙ্গ লাভ করতে পারে। আবার লক্ষ্মণ যদি বনবাসী রূপেই সুখী হন তাহল শূর্পণখা সুখ ভোগের জীবন ত্যাগ করে সেই বনবাসী জীবনে প্রবেশ করতেও রাজী –

"নহে কত, প্রানেশ্বর! অমলান বদনে,
পর্বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী বেশে
সাজি, পূজি, উধাসন, পাদ-পদ্ম তব!"[২১]

তাই সমালোচক বলেছেন—

> "রূপজ মোহ হইতে শূর্পণখার প্রেমের জাত হইলেও প্রেমে সে মহীয়সী - বীরাঙ্গনার মর্যাদায় সে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের অনুরোধে সে সমস্ত সুখসম্পদ, রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রিক্ততার মধ্যে একমাত্র প্রেমের গৌরবে গরবিনী হইবার সাধ তাহার মনে জাগিয়াছে। ত্যাগের সে আকাঙ্খায় সে মহাবীর্যবতী হইয়া উঠিয়াছে।"[২২]

কিন্তু বিনিময়ে শূর্পনখার একটাই কামনা এবং এ হল লক্ষ্মণের প্রেম প্রাপ্ত করা—

"...প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ মূলে,
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ভরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেম লাভ লোভে কভু?"[২৩]

শূর্পণখা যেহেতু বাল্যবিধবা ছিলেন তাই ভরা যৌবনে লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর রূপজ মোহ জাত প্রেম ভোগগন্ধ যুক্ত। যেখানে তিনি তাঁর প্রিয়তমকে নিজের যৌবন দিতে চাইছেন এবং এইখানে একজন নারীর পুরুষের প্রতি তথা নিজের প্রেমাস্পদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতি যে আন্তরিক ভালোবাসা ও সেই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা সেটাই প্রকাশ পেয়েছে। নারী সর্বোপায়ে নিজের প্রেমাস্পদকে কাছে পেতে চান এটাই প্রেমের নীতি।

আলোচ্য কাব্যের ষষ্ঠ পত্রে আমরা অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর যে প্রেম তা দেখতে পাই। পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে যখন অর্জুন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছিলেন তখন তিনি অস্ত্রশিক্ষার জন্য সুরপুরে গমন করেছিলেন। সেই সময়ে অর্জুনের বিরহে দ্রৌপদীর যে করুণ দশা হয়েছিল তাই এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে। পঞ্চপতির মধ্যে দ্রৌপদী যে অর্জুনের প্রতি অধিক অনুরাগিনী ছিলেন, এই চিঠিতে তাই বোঝা যায়। সমালোচকের মতে –

> "মধুসূদন সেই অনুসারে দ্রৌপদীর প্রকৃতি গড়িয়া লইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, জীবনে বিধিবশে বহুস্বামিত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার প্রেমের মধ্যে একনিষ্ঠাতার অভাব ছিল না।"[২৪]

সমালোচক আরও বলছেন—

> "কিন্তু পাণ্ডবদ্বিগের বনবাসকালে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য ত্রিদশালয়ে গমন করিলে পর বিরহ বিধুরা দ্রৌপদী তাঁহাকে যে প্রত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দ্রৌপদীর আশঙ্খা এভং ব্যঙ্গ মিশ্রত হইয়া পত্রখানিকে অন্য আর এক রূপ মাধুর্যে মণ্ডিত কিরয়াছে।"[২৫]

দ্রৌপদী বলছেন—

> "...হে ত্রিদশালয় বাসি, পড়ে কভু মনে
> এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
> কি অভাব তব, কান্ত বৈজয়ন্ত-ধামে?[২৬]

এখানে এক বিরহিনী স্ত্রীর বিরহ ব্যাথা স্পষ্ঠ বোঝা যাচ্ছে। দ্রৌপদী ভাবছেন স্বর্গরাজ্যে সুখবিলাসে অর্জুন সুখী আছেন—

> "দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
> আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
> সেবে তোমা সুরবালা,"[২৭]

কিন্তু দ্রৌপদী এদিকে অর্জুনের অভাবে ক্লিষ্ঠা হয়েছেন। স্বামী ছাড়া আজ তাঁর কাজে সর্বান্ত শূন্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে—

> "...আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
> হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে-
> জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!"[২৮]

তাই দ্রৌপদী অর্জুনের বিভিন্ন সময়ের কার্যকলাপ গুলোর স্মৃতিচারন করে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। কখনও জতুগৃহের কথা আবার কখনও সয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদের কথা। সব একে একে বিরহ কালে দ্রৌপদীর মনে পড়তে লাগল। তিনি আর বিরহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে 'ফেলাইনু দূরে লেখনী'।

অর্জুনের বিরহে বিরহিনী দ্রৌপদীর ব্যকুলতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বললেন—

> "আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
> আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
> কি দশায়, প্রাণেশর, নিবাসি এ দেশে!"[২৯]

দ্রৌপদীর মনে এই একই বক্তা পতি বিরহে বিরহিনী ভানুমতী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন দুর্যোধন যাত্রা করেছেন তার কিছুদিনের মধ্যে স্বামী বিরহে বিরহিনী ভানুমতি দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন যা আমরা আলোচ্য কাব্যের সপ্তম সর্গে পেয়ে থাকি। ভানুমতী নিজের পত্রে বলছেন—

> "অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
> করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র - রণে!
> নাহি নিদ্রা. নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!"[৩০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে স্ত্রী স্বামীগত প্রাণ তাঁর যে স্বামীর বিরহে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে তা স্বাভাবিক। একই ভাব প্রবাহ দেখা যায় এর পরবর্তী অষ্টম সর্গে। কাহিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন 'জয়দ্রথ যুদ্ধে গিয়েছেন। তা-ই সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য। সেখানেও গতানুগতিক স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম, চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। অপর দিকে 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' এই পত্রে এক অদ্ভুত বৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শান্তনুর প্রতি জাহ্নবীর পত্র লেখার উদ্দেশ্য যদিও দেবব্রত তথা ভীষ্মের অধিকার প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু এর পাশাপাশি মধুসূদন জাহ্নবী চরিত্রে নারী হৃদয়ের এক অদ্ভূত বলিষ্ঠ দিক তুলে ধৰেছেন। শান্তনু জাহ্নবীর বিরহে নিত্য অশ্রুপাত করে গঙ্গা তটে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু শান্তনুর সেই প্রেম গঙ্গাকে দ্রবীভূত করতে পারেনি। গঙ্গা শান্তনুর প্রেমকে কামোন্মত্ততার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও শান্তনুর সঙ্গে জাহ্নবীর সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল কিন্তু এরপরও গঙ্গা সর্বদাই সচেতন—

"হর-শির – নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি জাহ্নবী।"[৩১]

পূর্বের পত্রগুলোতে দেখা গেছে নারী তাঁর প্রিয়তমের বিরহে বিরহিনী। প্রিয়জনের প্রেম প্রাপ্তির জন্য লালায়িতা। কিন্তু নবম সর্গের এই পত্রে নারীর ব্যতিক্রম চরিত্র কবি তুলে দৰেছেন। অন্যনান্য পত্রে নারীরা স্বামীর কাছে নিজের প্রেমের অধিকার চেয়েছেন কিন্তু এই পত্রে পত্নীর মর্যাদা থেকে মুক্তি চেয়েছেন জাহ্নবী—

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"[৩২]

কারণ শান্তনুর সঙ্গে জাহ্নবী শুধুমাত্র দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে ছিলেন। অপরদিকে জাহ্নবীর প্রতি শান্তনুর প্রেমও সম্ভোগ প্রবণ ছিল। সেখানে সহজ কামনাই প্রাধান্য লাভ করেছিল তাও জাহ্নবীর বাচনিক সহজেই বোঝা যায়—

"কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্বকথা ভুলি
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণাম সাষ্টাঙ্গে, রাজা!"[৩৩]

জাহ্নবী এখানে দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে শান্তনুর প্রণাম গ্রহণ করে তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। একই সঙ্গে মনের 'কাম' ভাবনাকে ধৌত করে দূরীভূত করতে বলছেন। এখানে আলোচ্য স্বর্গের বৈচিত্র। গতানুগতিক শৃঙ্গার ভাবনা থেকে এই পত্রে সড়ে এসে প্রেম যে শুধু বন্ধন নয়, তা মুক্তির ও সোপান তাই প্রমাণ করছে। একানেই কবির রচনা-কৌশলের বৈচিত্র।

ক্রমে আমরা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দশম সর্গ তথা' পুরুর বার প্রতি উর্বশী' একটি যথার্থ প্রেমপত্র। চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কৌষী নামক দৈত্যের থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং উর্বশী তখন পুরুরবার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন। শুরুতেই উর্বশী পূর্বের কাহিনি বলছিলেন যে তিনি অভিনয় কালে পুরুরবার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে নিজের প্রেম প্রকাশ করেছিলেন বলে তিনি শাপ ভ্রষ্টা।

"কিন্তু তাহাতে সে যুদ্ধা নহে। পুরুরবার প্রেম লাভ করিলে সে নিজেকে ধন্যা মনে করিবে।"[৩৪]

সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠ উর্বশী নিজের প্রিয়তমের প্রতি। তাই তিনি বলছেন—

"...ও চরণে রত
এ মনঃ! – উর্বশী, প্রভু দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব কহ শীঘ্র শুনি।
অমরা অপ্সৰা অমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর, ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনী বেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে,"[৩৫]

স্বর্গের অপ্সরা নিজের প্রেমের একনিষ্ঠতার জন্য সমস্ত সুখ ত্যগ করতেও রাজী। এখানেই উর্বশীর প্রেমের মহানতা। কারণ প্রিয়তমকে ছেড়ে স্বর্গ সুখেও নায়িকার কোন রুচি নেই—

"কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?"[৩৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উর্বশী পুরুরবার প্রতি এতটাই অনুরক্তা যে তিনি স্বর্গ সুখ ত্যাগ করে মর্ত্যলোকের কষ্টময় জীবনকেও হাসি মুখে স্বীকার করছেন শুধুমাত্র নিজের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিপূর্ণতা লাভের আশায়। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "এই পত্রিকায় কবি দেখাইয়াছেন যে, উর্বশী বীরাঙ্গনা হইয়াও প্রেমিকা। উর্বশীর প্রেম রূপজ মোহজাত নহে, উহা বীরত্বানুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল। ভোগে ও আগে এ প্রেম রুদ্রের উপাসক। এ প্রেম স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্যভূমির দুঃখবেদনার কন্টকক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে।"[৩৭]

আলোচ্য কাব্যের শেষ তথা একাদশ সর্গে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র পত্র কবি তুলে ধরেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মাহেশ্বরীর যুবরাজ প্রবীর আটক করলে পরে অর্জুন তাঁকে যুদ্ধে হত্যা করেন। তখন মাহেশ্বরীরাজ নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলে পরে পুত্র হত্যার শোকে প্রতিশোধমূলক মানসিকতা নিয়ে রাজমহিষী জনা তাঁকে পত্র প্রেরণ করেন। এখানে স্বামীর প্রতি প্রেমের চাইতে পুত্রশোকে কাতর মাতৃ হৃদয়ের আর্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু তবুও বলা যায় নারীর অধিকার তাঁর স্বামীর প্রতি জন্মায় হৃদয়ের গভীর প্রেম থেকে। তা সেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ মধুর শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হোক অথবা অভিমানের থেকে জাত তাচ্ছিল্যের শুরেই হোক নারীর প্রেমিকা সত্তাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। তাই পুত্র শোকাতুরা জনা তাঁর স্বামীকে তিরস্কার করে বলছেন –

> "...হায় রে কি পাপে,
> রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
> নতশির, -হে বিধাতঃ! - পার্থের সমীপে?
> কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
> ...
> কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
> পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।"[৩৮]

এখানে নারীর মাতৃসত্তার প্রকাশ হওয়ার পাশাপাশি প্রেমিকার অধিকার তথা অভিমানেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানেই শৃঙ্গার রসের বৈচিত্র্য এবং এই গুনেই এই আলোচ্য পত্রকাব্য সজীবতা লাভ করেছে।

অবশেষে আমরা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর সামগ্রিক আলোচনা থেকে দেখতে পারি যে কবি মধুসূদন আলোচ্য কাব্যের প্রতিটি পত্রে শৃঙ্গার রসের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। কবির কাব্য যদিও শৃঙ্গার রসের বিরহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রতিটি পত্রেই নায়িকার প্রেমিকা সত্তা প্রিয়সঙ্গ বিচ্ছেদের বেদনাকে সহ্য করতে না পেরে অভিমান বশত প্রগলভতা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তবুও প্রেমপত্রগুলি এখানে গতানুগতিকতা সৃষ্টি করেনি। কমবেশি করে প্রতিটি পত্রই বিরহ প্রধান। এই বিরহ কখনো প্রকাশ পেয়েছে প্রবাসী স্বামী দুষ্মন্তের প্রতি প্রিয় বিচ্ছেদে কাতর শকুন্তলার পত্র। আবার কখনো প্রকাশ পেয়েছে গুরুপত্নী তারার শিস্য সোমের প্রতি প্রেম। সোমের রূপ, যৌবন দর্শন করে তারা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং সেই কথা সোমকে জানিয়ে তাঁর থেকে রতি কামনা করছেন তথা মিলনের কথা চিন্তা করছেন। আবার অপর আরেকটি পত্রে দেখা যাচ্ছে রাক্ষসী কন্যা শূর্পণখা বনচারী লক্ষ্মণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রেম কামনা করেন। লক্ষ্মণের বনবাসী বেশ শূর্পণখার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে এবং তিনি লক্ষ্মণকে পত্রে রাজসুখ ভোগ করতে আহবান করেন বলে দেখা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি তাঁর রাজসুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসী হতেও রাজী হয়ে যান। তিনি এক রাক্ষসী নারী হয়েও নিজের প্রিয়তমের সুখে সুখি এবং দুঃখে দুঃখী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানেই প্রেমিকা সত্তার যথার্থ প্রকাশ কবি দেখিয়েছেন। প্রেম মানবীর হোক অথবা রাক্ষসী রমণীর হোক কবি মধুসূদন কাব্যে তার যথাযথ শৃঙ্গার রসের নিঃসরন ঘটিয়েছেন। তবে শৃঙ্গার রস বিরহ মিলনাত্মক হলেও আলোচ্য কাব্যে তা বিরহেরই পরিচায়ক মাত্র। এখানে প্রেম ধরা দিয়েছে অভিমানের মাধ্যমে, আর অভিযোগের সোচ্চার বানী ঘোষিত হয়ছে কাব্যের নায়িকাদের লেখা তাঁদের প্রিয়তমের প্রতি এগারোটি পত্রের মাধ্যমে। তাই মধুসূদনের এই পত্র কাব্যকে বিরহকাব্য বললে অত্যুক্তি হবে না। কাব্যে কখনো তা প্রকাশিত হয়েছে প্রেয়সী ও বিবাহিত স্ত্রীর কণ্ঠে, আবার কখনো সেই স্ত্রীই পুত্র বিরহে মায়ের ভূমিকা পালন করে স্বামীর কাছে অভিযোগ করেছেন। কারণ সর্বকালেই প্রেম অভিমান এবং অভিযোগের অনুমতি প্রদান করে থাকে। আর এই বিষয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গুলিই একটি সার্থক শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য নির্মাণ করতে সাফল্য লাভ করে থাকে। তাছাড়া কবি এই কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র গ্রহণ করলেও তার গঠনশৈলীর দিক থেকে আধুনিকতা দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এর পাশাপাশি ভারতীয় আলংকারিকদের শৃঙ্গার রস সম্পর্কে যে মতবাদ ছিল, মধুসূদন সেদিকেও যথার্থ নজর রেখেছেন। তাই মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-ও সেই বিচারে একটি সার্থক শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যের রূপ লাভ করতে সাফল্য অর্জন করেছে এবং এখানেই কাব্যের সৌন্দর্য।

Reference:

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৩৩
২. কবিরাজ, বিশ্বনাথ (সম্পা.), বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় - সাহিত্যদর্পণ, পুস্তক-শ্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ২৩১
৩. তদেব, পৃ. ২৩২
৪. মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৩৩
৫. তদেব, পৃ. ১৩৪
৬. তদেব, পৃ. ১৩৫
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৪২
৮. মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৩৫
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ১০২
১০. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৩৬
১১. তদেব, পৃ. ১৩৬
১২. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৩. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৫
১৫. গোস্বামী, শ্রীলরূপ, উজ্জ্বলনীলমনিঃ, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম তারা সং ১৪১৪ সাল, পুনঃ মুদ্রন ১৪২১ সাল, পৃ. ৮৩৯
১৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৩৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৪০
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং(প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৯৪
১৯. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৪২
২০. তদেব, পৃ. ১৪৩
২১. তদেব, পৃ. ১৪৩
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং(প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৯৪
২৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৪২
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৯৭
২৫. তদেব, পৃ. ৯৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 303 - 313
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৪৪
২৭. তদেব, পৃ. ১৪৪
২৮. তদেব, পৃ. ১৪৫
২৯. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩০. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩১. তদেব, পৃ. ১৫২
৩২. তদেব, পৃ. ১৫৩
৩৩. তদেব, পৃ. ১৫৩
৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৯১
৩৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৫৪
৩৬. তদেব, পৃ. ১৫৪
৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কনক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, এ.মুখ্যার্জী অ্যণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৯২
৩৮. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পুর্নমুদ্রণ ২০০৭, পৃ. ১৭২